সুখ অসুখের সংসার

মাজদি মুহাম্মাদ আশ-শাহাভি

ওয়াফি পাবলিকেশন

ভূমিকা

মানব সৃষ্টির শুরু থেকে যে সম্পর্কটা ছিল, সেটা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। আদম-হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম এই বন্ধন সৃষ্টি করা হয়। এ এক পবিত্র বন্ধন। সম্ভবত এজন্য শয়তানের বাহিনী স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে বড়ই তৎপর।

হাদীসে এসেছে, সমুদ্রের ওপর সিংহাসন পেতে আছে শয়তান। সেখান থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সে তার স্পেশাল ফোর্স পাঠায় প্রতিনিয়ত। তার ফোর্সের মধ্যে যে অন্যায় অনাচারে এগিয়ে থাকে, সেই হয় শয়তানের খাস লোক। নিয়ম করে এজন্য নাকি ফোর্সের রিপোর্টও নেয় সে! হাদীসে এসেছে, রিপোর্ট জমাদান-কালে প্রত্যেকে বলে, 'আমি এই করেছি, সেই করেছি।' এভাবে একে একে সবাই সবার কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরে। কিন্তু শয়তান বলে, 'তোমরা কিছুই করতে পারনি!' এরপর যখন একজন বলে 'আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে রাগারাগি সৃষ্টি করে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি', তখন শয়তান উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই কাজের কাজ করেছ ব্যাটা!' (মূল হাদীস: সহীহ মুসলিম, ২৮১৩)

আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি, যখন চারিদিকে সুখী পরিবার গড়ার সচেতনতা দিনকে দিন বাড়ছে। আলহামদুলিল্লাহ। মসজিদ মিনার থেকে শুরু করে বইয়ের বাজারে সুখী পরিবার গড়ার আলোচনা ভরপুর। কিন্তু একই সাথে এজন্য দুঃখজনক যে, এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অসুখী পরিবারের সংখ্যা। এই যুগে হারাম সম্পর্ক গড়া যতটা সহজ হয়ে গেছে, হালাল সম্পর্ক ভাঙ্গা যেন তার চাইতেও সহজ হয়ে গেছে! সংসার জীবনে পদার্পণ করতে না করতেই শুরু হচ্ছে মনমালিন্য। এভাবে অল্প অল্প বিরোধ থেকে এক সময় বিস্ফোরণ করছে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। কিন্তু কেন?

আমরা খেয়াল করে দেখলাম, এর পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকলেও অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে, একটা পরিবার কেন অসুখী হয়—এ ব্যাপারে আমাদের প্রজন্ম ক্লিয়ার না। কী কী কারণ স্ফুলিঙ্গ হয়ে তাদের সম্পর্ককে দিনকে দিন পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে, এ ব্যাপারে অধিকাংশ নবদম্পতিই ধোঁয়াশার মধ্যে থাকে। অন্যের নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে আমরা আমাদের মনকে এতটাই বিষিয়ে রাখি যে, সমাধানের সম্ভাবনাই দেখা যায় না। যেন বিচ্ছেদেই শান্তি! বিচ্ছেদেই মুক্তি! এমন উত্তপ্ত একটি প্রজন্মকে কিছুটা প্রশান্ত করার প্রয়াস নিয়েই আমাদের এই বই 'সুখ অসুখের সংসার।' দুটো নতুন মানুষ এক ছাদের নিচে থাকতে গিয়ে কী কী নেতিবাচক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, কী কী অসুখ তাদের সম্পর্কে দানা বাঁধে এবং সেগুলো প্রতিকার করার ওষুধ নিয়েই এই ছোট্ট পুস্তিকা।

এটা কোনো নতুন বই নয়, আমাদের প্রকাশিত 'দাম্পত্যের ছন্দপতন' এরই নির্বাচিত কিছু অংশ। লেখক মাজদি মুহাম্মাদ আশ-শাহাভি পারিবারিক অশান্তির কারণ ও প্রতিকার নিয়ে বইটিতে যা যা লিখেছেন, সেগুলোই আমরা এই পুস্তিকায় একত্র করার চেষ্টা করেছি। যাতে নতুন প্রজন্মের হাতে হাতে পুস্তিকাটি পৌঁছে যায়। সুখময় সংসার গড়ার কৌশল শেখার পাশাপাশি অসুখী সংসারকে সুখময় করার কৌশলও তারা রপ্ত করতে পারে।

আল্লাহর কাছে কবুলিয়াতের জন্য দুআ করছি।

সূচিপত্র

গাইরতে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি	৭
পুরুষের গাইরত	১১
তরবারির চেয়েও ধারালো অস্ত্র	১৪
অসার বিনোদন	১৮
স্ত্রীর সাথে রুক্ষ আচরণ	১৯
বিয়ের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি	২০
প্রথম উদ্দেশ্য	২০
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য	২১
তৃতীয় উদ্দেশ্য	২২
চতুর্থ উদ্দেশ্য	২৩
পঞ্চম উদ্দেশ্য	২৪
লোভ ও কৃপণতা	২৪
নিজেদের কাজে ভারসাম্য না রাখা	২৬
স্ত্রীর কাজে নাক গলানো	২৬
সন্তান জন্মদানে ব্যর্থতা	২৭

সূচিপত্র

আরও কিছু বিষয়	২৯
দ্বন্দ্ব নিরসনে স্বামীর করণীয়	২৯
কিছু কথা	৩২
স্বামীর নেতৃত্ব ও সমাধান মেনে নিন	৩৩
দ্বন্দ্ব নিরসনে স্ত্রীর করণীয়	৩৬
দ্বন্দ্বের সময় পাঁচটি মারাত্মক ভুল	৪৩
১. মনের কথা ও অনুভূতি চেপে রাখা	৪৩
২. দ্বন্দ্বের মাঝে অন্যকে ডেকে আনা	৪৩
৩. তুচ্ছ কারণে আদালতে যাওয়া	৪৪
৪. অপরের আত্মমর্যাদায় আঘাত করা	৪৫
৫. সন্তানদের সামনে ঝগড়া করা	৪৬
শেষ কথা	৪৬

গাইরতে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি

ব্যবহারিক দিক দিয়ে গাইরত শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে—আত্মমর্যাদাবোধ, আগ্রহ, উদ্দীপনা, উদ্বেগ, ঈর্ষা ইত্যাদি। কারও ক্ষেত্রে গাইরত হতে পারে মর্যাদাবোধের—যখন তার ভালোবাসার মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায় করা হয় বা মিথ্যা অভিযোগ করা হয়, তখন ভালোবাসার মানুষকে গাইরতের বশবর্তী হয়ে সে রক্ষা করতে চায়। এই ঈমানী গাইরতে বলীয়ান হয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রবল উদ্যমে জিহাদ করেছেন। গাইরত মানুষের দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। গাইরত নষ্ট হয়ে গেলে তার দ্বীনও নষ্ট হয়ে যায়।

গাইরতের আরেকটি অর্থ—যা 'আত্মমর্যাদাবোধ' এর বেশ কাছাকাছি—তা হচ্ছে 'ঈর্ষা'। কারও প্রতি তীব্র ভালোবাসার কারণে সে অন্য কারও হোক এমনটা মানুষ কখনোই চায় না। সে ভাবতেই পারে না, সে ছাড়া অন্য কেউ তাকে ভালোবাসতে পারে। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এই গাইরত প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় হতে পারে।

প্রশংসনীয় হবে যখন কেউ তার স্ত্রীকে কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে দেখে এবং আত্মসম্মানবোধের কারণে সে রেগে যায়। আর নিন্দনীয় হবে যখন কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে সন্দেহ করে, যদিও সে সন্দেহ জাগানোর মতো কিছুই করেনি। দ্বিতীয় ধরনের গাইরত ভালোবাসাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

"এক ধরনের গাইরতকে আল্লাহ পছন্দ করেন, আরেক ধরনের গাইরতকে তিনি ঘৃণা করেন।"

সাহাবীরা রা. জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ কোন গাইরত পছন্দ করেন?"

তিনি ﷺ বললেন, "আল্লাহর অবাধ্যতা বা সীমালঙ্ঘন দেখে কারও আত্মমর্যাদাবোধ জেগে ওঠা।"

সাহাবীরা রা. জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ ﷻ কোন গাইরত অপছন্দ করেন?"

তিনি ﷺ বললেন, "উপযুক্ত কারণ ছাড়া সন্দেহবশত তোমাদের কারও গাইরত।"[১]

---

১. আহমাদ (৫/৪৪৫, ৪৪৬), আবু দাউদ (২৬৫৯), দারিমি (২২২৬), ইবনে হিব্বান (৪৭৪২ - ইহসান) এবং হাকিম (১/১৪৮)। 'উকবাহ বিন 'আমির রা. থেকে বর্ণিত। হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং আয-যাহাবী একমত জানিয়েছেন। দেখুন : সহীহ আল জামি' (৫/২১৫)

অপর এক হাদিসে সা'দ ইবনে উবাদাহ রা. বলেন, "যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোনো পরপুরুষকে আমি দেখি তবে তাকে ধারালো তরবারি দিয়ে কেটে ফেলব।"

তার এ কথা রসূলুল্লাহর কাছে পৌঁছল। তখন তিনি বললেন, "তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? আমি ওর থেকে অধিক আত্মমর্যাদার অধিকারী। আর আল্লাহ আমার থেকেও অধিক আত্মমর্যাদার অধিকারী।"[১]

আল্লাহর আত্মমর্যাদার প্রকাশ হলো, তিনি নিষেধ করেছেন এমন কাজ কেউ করলে তাকে শাস্তি দেন।[২]

আরেক ধরনের গাইরত আছে যা কেবল সেসব নারী অনুভব করে যাদের স্বামীর একাধিক স্ত্রী রয়েছে। এ ধরনের ঈর্ষা প্রতিটি নারীর স্বভাবজাত। এ ধরনের গাইরত বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর ব্যাপারে ধৈর্যশীল হওয়া, প্রয়োজনে তাকে নরম স্বরে উপদেশ দেওয়া। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীরাও এ ধরনের গাইরত থেকে নিরাপদ ছিলেন না।

আনাস রা. বলেন, "একবার রসূল ﷺ আয়িশার ঘরে ছিলেন। সে সময় উম্মাহাতুল মু'মিনীনের কেউ একটি পাত্রে কিছু খাবার পাঠালেন। আয়িশা খাদিমের হাতে ঝাঁকি দিলেন। ফলে পাত্রটি পড়ে ভেঙে গেল।

নবীজি ﷺ পাত্রের ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে একসাথে করলেন, তারপর খাবার কুড়িয়ে তাতে রেখে বললেন, "তোমাদের মায়ের গাইরতে আঘাত লেগেছে।" তারপর তিনি খাদিমকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং আয়িশার কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভেঙেছিল তার কাছে পাঠালেন। ভাঙা পাত্রটি আয়িশার ঘরেই রেখে দিলেন।"[৩]

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের এরূপ ঈর্ষার আরও ঘটনা হাদিসে পাওয়া যায়।

ঈর্ষা ও অহেতুক সন্দেহ পরিবারে অশান্তি তৈরি করে, তালাক পর্যন্ত ডেকে আনে

প্রথমত, পুরুষের একাধিক স্ত্রী না থাকলেও স্ত্রী ঈর্ষা ও মিথ্যা সন্দেহে আক্রান্ত হতে পারে। সম্মানিত দ্বীনী বোন, বিনয়ী হোন, আপনার হৃদয় থেকে ঈর্ষা ও সন্দেহের অনুভূতিগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করুন। রসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা রা.-কে বলেছিলেন,

---

১. বুখারী (৬৮৪৬, ৭৪১৬), মুসলিম (১৪৯৯), দারিমি (২২২৭) এবং আহমাদে (৪/২৪৮)। মুগীরাহ বিন শু'বাহ রা. থেকে বর্ণিত।

২. ফাতহুল বারী (৯/২৩১)

৩. বুখারী (২৪৮১, ৫২২৫), আহমাদ (৩/১০৫, ২৬৩), আত তিরমিজি (১৩৫৯), আন নাসাঈ (৭/৭০), আবু দাউদ (৩৫৬৭), ইবনে মাজাহ (২৩৩৪) এবং দারিমি (২৫৯৮)